বিবৃতি　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　তারিখ : ২৮ মার্চ ২০২৬

ভারতের গণযুদ্ধের সমর্থনের জন্য আন্তর্জাতিক কমিটি (ICSPWI)-এর গণআহ্বানের সংহতিতে *জনগণতান্ত্রিক ছাত্র সঙ্ঘ*'র বিবৃতি

অবিলম্বে অপারেশন কাগার বন্ধ করুন!

বিগত দুই বছর যাবৎ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদদপুষ্ট ফ্যাসিস্ট নরেন্দ্র মোদী'র সরকার ভারতের শ্রমিক-কৃষক ও নিপীড়িত জাতি-জনগণের মুক্তির লড়াই মাওবাদী সংগ্রামের উপর পরিচালনা করছে নৃশংস হত্যাযজ্ঞ ও দমন-পীড়ন। মোদী'র সরকার দাবি করছে যে 'অপারেশন কাগার' নামে মাওবাদী-বিপ্লবী নির্মূলের এই অভিযানের মাধ্যমে এই বছর, অর্থাৎ ২০২৬ সালের মধ্যেই ভারত হতে সম্পূর্ণরূপে মাওবাদীদের নিশ্চিহ্ন করা হবে। কিন্তু শুধুমাত্র মাওবাদী-বিপ্লবীদের নির্মূলকরণই এই দমন-অভিযানের মূল লক্ষ্য নয়। সাম্রাজ্যবাদের 'মৃত্যু-ধ্বংস-উচ্ছেদ' নির্ভর তথাকথিত 'উন্নয়ন মডেল' মোতাবেক বহুজাতিক কোম্পানিসমূহ কর্তৃক খনিজ সম্পদ লুটের পথ প্রশস্তকরণ এবং সে-উদ্দেশ্যে, এর বিরুদ্ধে বস্তারের আদিবাসী জনগণের জল-জঙ্গল-জমিন রক্ষার্থে সমস্ত প্রতিরোধকে বিধ্বস্ত করে দেওয়াই সম্প্রসারণবাদী ভারত রাষ্ট্রের মূল উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে ভারত রাষ্ট্রের সম্মুখে সবচেয়ে বড় বাধা হিসেবে এবং একইসাথে ভারতের নিপীড়িত শ্রেণী-জাতি-জনগণের জন্য একমাত্র প্রকৃত বিকল্প, ভারতের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার একমাত্র স্থল হিসেবে উপনীত হয়েছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী)। পার্টি-বিপ্লব ও জনগণের সংগ্রামকে ধ্বংস করেই ভারত রাষ্ট্র তার সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের, প্রধানত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ হাসিল করতে চায়। সমস্ত দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের শত্রু ভারত রাষ্ট্র এভাবে শুধুমাত্র ভারতের নয়, সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীর বিশ্ববিপ্লবের উপরই আক্রমণ করে চলেছে। সম্প্রসারণবাদী ভারত রাষ্ট্র ও ফ্যাসিস্ট মোদী কর্তৃক ছুঁড়ে দেওয়া এই চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলার জন্যই ২৮ মার্চ ২০২৬ তারিখে ভারতের গণযুদ্ধের সমর্থনে আন্তর্জাতিক কমিটি (International Committee to Support the People's War in India - ICSPWI) গণআহ্বান জারি করেছে। আমরা, *জনগণতান্ত্রিক ছাত্র সঙ্ঘ*, এই গণআহ্বানের প্রতি সংহতি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী), তাদের নেতৃত্বে চলমান গণযুদ্ধ ও লড়াকু জনগণের প্রতি সমর্থন এবং সকল শহীদ বিপ্লবীর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

জানুয়ারি ২০২৪ হতে এই 'অপারেশন কাগার'-এর মাধ্যমে ভারত রাষ্ট্র যুদ্ধ ঘোষণা করেছে সে ভূখণ্ডেরই জনগণের বিরুদ্ধে। এরই অধীনে জনগণের প্রতিরোধকে দমনের জন্য হাজার হাজার মিলিটারি, প্যারামিলিটারি ও ভাড়াটে বাহিনী নিয়োগ করা হচ্ছে মধ্য-ভারতে। এরই অংশ হিসেবে তারা পাহাড়-জঙ্গলে বসবাসরত নিপীড়িত আদিবাসী জনগণকে শত শত নতুন জায়নবাদী ইজরায়েলের প্রস্তুতকৃত অস্ত্রে সজ্জিত মিলিটারি ক্যাম্প দিয়ে ঘেরাও করছে। এভাবে বিগত দুই বছরে, প্রায় সাত শতাধিক মাওবাদী-বিপ্লবী ও আদিবাসী জনগণকে বিনাবিচারে হত্যা করা হয়েছে। মিথ্যা-মামলায় গ্রেফতার, গুম ও রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের শিকার হয়েছে আরও সহস্রাধিক। সম্প্রতি দিল্লীতে ২১-২৮ মার্চ ২০২৬, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সপ্তাহের প্রচারকার্য চলাকালীন সময়ে বিভিন্ন গণসংগঠনের দশজন নেতাকর্মী ও অ্যাক্টিভিস্টদের অবৈধ অপহরণ ও নির্যাতনের ঘটনাও এই 'মাওবাদী-নির্মূলকরণ'-এর সামগ্রিক পরিকল্পনা হতে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। একদিকে নির্লজ্জভাবে কোনো আন্তর্জাতিক আইন ও যুদ্ধ-নীতির তোয়াক্কা না-করে বস্তারে যেমন মাওবাদী ও আদিবাসী জনগণের উপর গণহত্যা পরিচালনা করছে, তেমনি অন্যদিকে শহরাঞ্চলেও জনগণের অধিকারের পক্ষে সোচ্চার কণ্ঠসমূহকে রোধ করার কাপুরুষোচিত নীতি গ্রহণ করেছে। বছরের পর বছর অন্যায়ভাবে ধর্মীয় সংখ্যালঘু, বিশেষত মুসলিম জনগণ ও দলিত-জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করে এসেছে, তাদের উপর চালিয়েছে অকথ্য নির্যাতন-নিপীড়ন। বাংলাদেশসহ পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের উপর চালচ্ছে সম্প্রসারণবাদী আগ্রাসন। সম্প্রসারণবাদী ভারত রাষ্ট্র নিজেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদদপুষ্ট ইজরায়েলী জায়নবাদ কর্তৃক গাজায় পরিচালিত গণহত্যার সমর্থনকারী এবং একইভাবে ইজরায়েলও ভারত রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত সকল হত্যাযজ্ঞের সমর্থনকারী। যেখানে গোটা দেশের সর্বত্র

জনগণের মনে রাষ্ট্রীয়-সন্ত্রাসের ভীতি সঞ্চার করছে ভারত রাষ্ট্র, সেখানে হাস্যকরভাবে স্বয়ং তাদেরই ভাষ্যমতে— "মাওবাদীরাই ভারতের সবচেয়ে বড় অভ্যন্তরস্থ হুমকি!" এটাই হলো তথাকথিত 'পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ'-এর স্বরূপ!

প্রকৃত-অর্থে, নিজের সৃষ্ট গভীর সংকট থেকে উত্তরণের কোনো সুযোগ-সক্ষমতা পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থার আর নেই; বরঞ্চ এই সংকটসমূহের প্রতিক্রিয়ায় বিশ্বের নিপীড়িত শ্রেণী-জাতি-জনগণ প্রতিনিয়ত আরও উচ্চতর সংগ্রাম ও বিদ্রোহে লিপ্ত হচ্ছে। মার্কিন ও রুশ-চীন সাম্রাজ্যবাদের মধ্যকার অন্তর্দ্বন্দ্ব আরও তীব্রতর হতে চলেছে। অর্থনৈতিক সমস্ত ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন ফ্যাসিস্ট বি.জে.পি. সরকার জনগণের উপর বয়ে আনছে সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের দালাল আদানী-আম্বানির মতো ভারতীয় বৃহৎ পুঁজিপতি-জমিদারগোষ্ঠী কর্তৃক আনীত ও সৃষ্ট এই সংকটসমূহেরেই প্রতিফল। ভারতের মতো আধা-উপনিবেশিক আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশে এ-সকল সংকট স্বাভাবিকভাবেই সহিংসরূপ ধারণ করতে বাধ্য এবং প্রতিরোধের স্বার্থে এমন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে জনগণও স্বাভাবিকভাবে সহিং সংগ্রামে লিপ্ত হতে বাধ্য। এরই ধারাবাহিকতায় তেলেঙ্গানা-তেভাগা ও নকশালবাড়ি'র মতো গৌরবময় সংগ্রামসমূহের স্থল হয়ে উঠেছে ভারতবর্ষ। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী)-এর নেতৃত্বে গড়ে-ওঠা গণযুদ্ধ সেই নকশালবাড়ির পথেরই ধারাবাহিকতা— যা শ্রমিকশ্রেণীর বিশ্ববিপ্লবের এক অবিচ্ছেদ্য ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বস্তুত, নকশালবাড়ির পথই ভারতের শ্রমিক-কৃষক ও নিপীড়িত জাতি-জনগণের মুক্তির পথ; আমরা দৃঢ়ভাবে এই বিপ্লবী পথেরই সমর্থক। একইসাথে, আমরা অস্ত্র-সমর্পণ, সশস্ত্র সংগ্রাম পরিত্যাগ ও "আইনী কাঠামোর অধীনে কাজ করা"-র মতো সকল প্রকার সংশোধনবাদী-সুবিধাবাদী ও বিলোপবাদী লাইনেরও সম্পূর্ণ বিরোধী। ভারতীয় বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের লাইনকে বর্জন করে এ-সমস্ত যত তৎপরতা দেখা দিচ্ছে তা কখনোই মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ নয় এবং তার মধ্য-দিয়ে কখনোই ভারতের জনগণের মুক্তি সম্ভব নয়। বরঞ্চ পার্টি-বিপ্লবের বিরুদ্ধে ভারত রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত 'মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ'-এর হাতকেই এ-সমস্ত সংশোধনবাদী-সুবিধাবাদী ও বিলোপবাদী লাইন শক্তিশালী করছে। আমরা মনে করি— ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী) ও ভারতের গণযুদ্ধকে সমর্থন করতে হলে সশস্ত্র সংগ্রামের এই সাধারণ লাইনকেও ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে হবে।

বিশ্বের যেকোনো প্রান্তের পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিপ্লবী ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে এগিয়ে নেওয়ার অর্থ হলো অবধারিতভাবে শ্রমিকশ্রেণীর বিশ্ববিপ্লবকে এগিয়ে নেওয়া। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী)-এর নেতৃত্বে চলমান গণযুদ্ধকে সমর্থন করা তাই আজ বিশ্বের সকল বিপ্লবী, ফ্যাসিবাদবিরোধী, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, গণতান্ত্রিক সংগঠন ও ব্যক্তিত্বের মৌলিক দায়িত্ব। এই বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতাবাদে প্রাণিত হয়েই আমরা, *জনগণতান্ত্রিক ছাত্র সঙ্ঘ,* বিশ্বের সমস্ত বিপ্লবী, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তিকে আহ্বান জানাচ্ছি— 'অপারেশন কাগার'-এর মধ্য-দিয়ে ভারতের মাওবাদী-বিপ্লবী ও আদিবাসীদের উপর চলমান নারকীয় হত্যাযজ্ঞ ও মাওবাদীদের নিঃশেষ করবার পরিকল্পনা রুখে দিন; অবিলম্বে 'অপারেশন কাগার' বন্ধ করার জন্য আরও জোরদার আওয়াজ তুলুন!

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী)-এর নেতৃত্বে দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধ ও জনগণের গণতান্ত্রিক সংগ্রাম— জিন্দাবাদ!

সকল শহীদ বিপ্লবী ও সংগ্রামী জনগণ— জিন্দাবাদ!

মার্কিনসহ সকল সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ— ধ্বংস হোক, নিপাত যাক!

অবিলম্বে 'অপারেশন কাগার' বন্ধ করো!

মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ— জিন্দাবাদ!

নকশালবাড়ির পথ— আমাদের পথ!

জনগণতান্ত্রিক ছাত্র সঙ্ঘ

কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটি কর্তৃক প্রচারিত ও প্রকাশিত